জীবন ১
মন্দাক্রান্তা সেন

নাহ, কোনও ভালো খবর
অপেক্ষা করে নেই তোমার জন্যে

একথা মেনে নাও
আর ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়

ঘুমের ভেতর দ্যাখো

তোমার হাঁটু বেয়ে উঠছে লতাপাতা

তুমি ডোবার ঘাটে মাজতে বসেছ
এক ডাঁই বাসন

রাঁধছ বাড়ছ মশলা পিষছ নিরুদ্বিগ্ন মনে
সাবান কাচছ থুপে থুপে

কোনও ভাবনা নেই, ভার নেই, ভাষা নেই

সেই অপূর্ব নির্ভার জীবনে ছেড়ে দাও নিজেকে

আর ঘুম থেকে উঠে তুলে আন
ছাতে রোদে দেওয়া কলাইডালের বড়ি,
কুলের আচার...

জীবন : ২

তোমার কাজের মেয়েটির কথা ভাব
নির্দিষ্ট সময়ের বেশ পরে
বেল বাজানো যার স্বভাব

যে বাসন মাজে, ঘর মোছে, কাপড় কাচে

ওর কি আছে, কোনও মনখারাপ?

সম্ভবত আছে

ও তার নাম জানে না বলে
তাকে ঘরে ডেকে
বসতে দেয় না।

অধরা মাধুরী
শিখা ঘটক

রোজ দেখা হয় তবু হয় না গভীর কোনো কথা,
সে যদি এদিকে যায় ওদিকে আমার ব্যস্ততা,
দেখা হয় প্রায়ই তবু হয় না তেমন জানা চেনা—
যখন সময় হয় তখনো ফারাক থাকে নানা।

কিছু বোঝাবার ছিল জরুরি গোপনতম ভাষা,
কিছু গড়বার ছিল নিরালা নিভৃত ভালোবাসা।
মাহেন্দ্রক্ষণ তবু আসি আসি করেও আসেনি,
হাওয়া পেয়ে উড়ে গেছে পাখিটি কখনো ডালে বসেনি।

সামান্য হেরফেরে হয়ত বদলে যেত সব।
তবু তা হয়নি বলে থেমে গেছে সব উৎসব।
যে তুমি অনিশ্চয়, অস্থির, চির অরাজক—
সে তোমারই খোঁজে আমি আজীবন থাকি পর্যটক।

দোলাচল
মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

প্রভু যখন মারেন তখন দোষ দিই না তাকে
ঢিল ছুঁড়ি না চাকে।
আসলটাই তো জানি,
বাদ প্রতিবাদ কেবল বাড়ায় মিথ্যাই হয়রানি।
তার চেয়েতে চুপ থাকতে দুই দিকেতেই লাভ
গাছের খাব তলার পাব বিজ্ঞজনের ছাপ।

এদিক ওদিক দুদিকপানেই থাকাই এখন শ্রেয়,
ছলাকলায় রপ্ত হলে থাকবে না সন্দেহ—
কোনদিকেতে আছি।
একটুখানি বেচাল হলেই ভাতে পড়বে মাছি।
ঝুঁকি নিতেই হয়
কূটতর্কে যাচ্ছিনা তো, ভয় করলেই ভয়।

ধর্মে আছি জিরাফেও বলে গেছেন কবি
যুগের গায়ে লেপ্টে এখন তারই প্রতিচ্ছবি।
প্রভুর কৃপা পেতে,
তিন সন্ধ্যাই তার নামেতে নিত্য আছি মেতে।
মতিচ্ছন্ন, মাঝে মাঝেই অন্য কথা ভাবি
ঠিক তখনই যায় হারিয়ে ওপর তলার চাবি।